প্রথম আলো

তারিখ ...15 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...২...

চার হলে ছাত্রদের ঝুঁকিপূর্ণ বাস

আসিফুর রহমান ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডির স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শোক দিবস আজ
- শুধু সূর্য সেন হলই নয়, মুহসীন হল, জহুরুল হক হল ও শহীদুল্লাহ্ হলেরও একই দশা
- চারটি হলসহ আরও কিছু সংস্কারকাজের জন্য দুই অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্য সেন হলের ৬৪৭ নম্বর কক্ষ। গত রোববার রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের দুই ছাত্র। হঠাৎ ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়ে পায়ের ওপরে। ভয়ে সারা রাত ঘুমাতে পারেননি দুজন। শুধু সূর্য সেন হলই নয়, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও শহীদুল্লাহ্ হলেরও সেই একই দশা।

যেকোনো সময় যেকোনো কিছু হতে পারে—এমন ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চারটি হলের প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী। সংস্কারের কথা বলে প্রথম তিনটি হল থেকে ৭০০ শিক্ষার্থীকে নবনির্মিত বিজয় একাত্তর হলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেটিও প্রায় এক বছর আগের কথা। সংস্কার আর হয়নি, কবে হবে তারও ঠিক নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা গেছে, চারটি হলসহ আরও কিছু সংস্কারকাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাজেটের বাইরে দুই অর্থ বছরে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এর অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল। গত রোববার সেই পাঁচ কোটি টাকার হিসাব চেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। নির্মাণকাজ শুরু না হওয়ায় টাকার হিসাব দেওয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছে প্রশাসন।

আবার কাজ শুরুর আগেই বেড়ে গেছে প্রাক্কলিত ব্যয়। ২০১৪ সালের ৩ জুলাইয়ের এক সভার সিদ্ধান্ত হয়, চারটি হল ও সাতটি ভবনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৯ কোটি ৯৯ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যয় পুনর্নির্ধারণ করা হয় ১৮ কোটি টাকায়।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. মফিজুল ইসলাম দাবি করেছেন, সংস্কারের ব্যয় আগেই ১৮ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সরকার ১০ কোটি টাকার বেশি দিতে রাজি না হওয়ায় সেটি কমিয়ে ১০ কোটি টাকার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। এখন দরপত্র হয়েছে, কার্যাদেশও দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এগ্রিমেন্টের জন্য পাঠানো হয়। এটি হয়ে গেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালক জীবন কুমার মিশ্র *প্রথম আলোকে* বলেন, হলগুলো বর্তমানে কী অবস্থায় আছে, সেটা নির্ধারণ করতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একটি বিশেষজ্ঞ দল পরীক্ষা করে সংস্কারের নকশা করে দিয়ে গেছে। এই নকশা অনুযায়ী কাজ করতে হলে ১৮ কোটি টাকার মতো খরচ হবে। বাকি টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেবে।

ছাদ থেকে খসে পড়ে পলেস্তারা। ছবিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের একটি কক্ষ থেকে তোলা ● প্রথম আলো

সরেজমিনে চারটি হল পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, সংস্কারের অভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে হলগুলো। প্রতি সপ্তাহেই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। গত মঙ্গলবারও মুহসীন হলের পাঠকক্ষের সামনের বারান্দায় পলেস্তারা খসে পড়তে দেখা গেছে। এর আগে ২০১৩ সালের ৮ মে মুহসীন হলের টেলিভিশন কক্ষের ছাদের কার্নিশের একটি অংশ ধসে পড়ে। অবশ্য এই হলের মিলনায়তন ও টেলিভিশন কক্ষের দিকটিতে টিনের বেড়া দিয়ে কাজ সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে।

গত ১ এপ্রিল সূর্য সেন হলের মিলনায়তনের সামনের বারান্দার একটি অংশ ধসে এক ছাত্র ও এক ক্যানটিন বয় আহত হন। এই হলের অবস্থা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ছয়তলার প্রায় প্রতিটি কক্ষেই ভাঙা। অনেক শিক্ষার্থীই ভয়ে বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান ব্যবহার করেন না। জহুরুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হলেও একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান সৈয়দ ইশতিয়াক আহমাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে হলগুলো যে অবস্থায় আছে, তাতে যেকোনো সময় তা হুড়মুড় করে পড়ে যাবে তা নয়, বরং ভূমিকম্প হলে এগুলো ধসে পড়ার জোর সম্ভাবনা। বিভিন্ন জায়গায় রড বেরিয়ে গেছে, কংক্রিটগুলো উঠে পড়েছে, একে জরাজীর্ণ বলা যেতে পারে। এখন পুরো হলকে আস্তে আস্তে সংস্কার করতে হবে।

কত দিনের মধ্যে কাজ শেষ হতে পারে, সে সম্পর্কে বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের এই অধ্যাপক নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি। তিনি বলেন, এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। কেননা, সংস্কারের সময় ছাত্রদের শিফটিংয়ের বিষয় আছে, আরও কিছু বিষয় রয়েছে। কাজ শেষ হলে অন্তত ১০ থেকে ১৫ বছরের জন্য হলগুলো নিরাপদ থাকবে।

বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রাধ্যক্ষদের সুপারিশক্রমে মুহসীন, সূর্য সেন আর জহুরুল হক হলের ঝুঁকিপূর্ণ কক্ষগুলো থেকে সবাইকে এই হলে নিয়ে আসা হয়েছে। আর অন্য হলগুলো থেকে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নেওয়া হয়েছে।

১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলের তৎকালীন অনুদ্বৈপায়ন ভবনের টেলিভিশন কক্ষের ছাদ ধসে ৪০ জন ছাত্র মারা যান। সেই থেকে দিনটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শোক দিবস হিসেবে পালন করে। আজ সেই দিবস উপলক্ষে দিনভর নানা কর্মসূচি আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শোক দিবস পালন করা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো দ্রুত সংস্কার করা হচ্ছে।